প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ । মে ১৯৭০
দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৮১ । মে ১৯৭৪
তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৮৮ । জুলাই ১৯৮১
চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৯৪ (অক্ষয় তৃতীয়া) । মে ১৯৮৭

আনন্দরূপ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রণ ঃ
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী । পূর্ণেন্দু পত্রী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা © শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকা ও কবিতা-পরিচয় © শ্রী যুগান্তর চক্রবর্তী

মূল্য । বার টাকা ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ঃ ভূমিকা

১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর একযুগেরও বেশি সময় অতিবাহিত হবার পর তাঁর কবিতাগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ নিঃসন্দেহেই ঘটনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঠিক অনুরূপ কোনো ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কবিতা তাঁর জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব কবিতা আমরা এতকাল লক্ষ করি নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসম্পর্কে আমাদের এযাবৎকালের ধারণা তাঁর কবিতার অপেক্ষা না-রেখেই নির্ণীত হয়েছে। আজ যারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পাঠক, তাদের কাছে তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশ তাই প্রায় আবিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে বাধ্য। এই অর্থে আবিষ্কার যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার পাশ কাটিয়ে আজ তাঁর সাহিত্যের মৌলিক অভিজ্ঞতা পর্যন্ত বুঝে-নেওয়া অসম্ভব হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত কবিতা তাঁর প্রায়-প্রথম গদ্যরচনার সমসাময়িক। রচনাকালের দিক থেকে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র তিনটি পৃথক বিভাগের ভূমিকাস্বরূপ মুদ্রিত কবিতা তিনটি, অন্তত প্রকাশকালের দিক থেকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার নিদর্শন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা, তাই, তাঁর প্রথম উপন্যাসের ভূমিকা ; শুধুই যথার্থ অর্থে ভূমিকা, কারণ, 'দিবারাত্রির

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

কাব্য'র ভূমিকাকবিতা সমগ্র উপন্যাসের অনিবার্য যুক্তির মতো উপস্থিত হয়। কিন্তু, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অবিশ্বাস্য কুসংস্কারের প্রমাণ এই যে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র কবিতা তিনটিকে তুলনাহীন সরল বিশ্বাসে আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র উপন্যাসের আনুষ্ঠানিক ভূমিকা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় এই কবিতা তিনটি অন্তত Anthology piece হিসেবেও এতদিনে বিখ্যাত হত নিশ্চয়। উপরন্তু, 'দিবারাত্রির কাব্য'র এই ভূমিকাকবিতা প্রমাণ করে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর গদ্যের চেয়েও প্রাচীন; যে-অর্থে অনেক লেখক কবিতা লিখে শুরু করেন ঠিক সেই অর্থে নয়, কবিতার মৌলিক অভিজ্ঞতা ছাড়া 'দিবারাত্রির কাব্য'র মতো প্রথম উপন্যাস লেখা যে-কোনো লেখকের পক্ষেই অসম্ভব হত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে তাঁর কবিতার ভূমিকা, তাই, প্রকৃত অর্থেই মৌলিক। কবিতার কাছে এর চেয়ে কিছুমাত্র কম বা বেশি দাবি ছিল না বলেই 'দিবারাত্রির কাব্যে' যা' আক্ষরিক অর্থে ভূমিকা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যভাষায় তা-ই প্রথমাবধি এক শব্দচেতন আধুনিকতার যুক্তি হয়ে ওঠে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে শব্দের এই ভূমিকা আমরা লক্ষ করি নি বলেই, তাঁর সমগ্র রচনায় একমাত্র বাস্তবতার অভিপ্রায় ছাড়া আর-কিছুই আমরা ভালোভাবে লক্ষ করি না। আমরা লক্ষ করি না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দাশ্রয়ী অভিজ্ঞতায় কবিতার মৌলিক যুক্তি কেন কবিতার বিরুদ্ধ শক্তির মতো কাজ করে, কেন তাঁর শব্দাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত কবিতার রূপগত প্রয়োজনের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে, কী-ভাবে এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যভাষার অবয়ব ও আত্মায় শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিভার মতো সক্রিয় থাকে। এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা লক্ষ করি না বলেই বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিকতার তাৎপর্য পর্যন্ত আমাদের কাছে মূলগতভাবে অস্পষ্ট থেকে যায়।

২

বিশেষ কোনো লেখকের ভাষাগত অভিজ্ঞতা কেন বিশেষভাবে গদ্য বা কবিতার আশ্রয় নেয়, তা' নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমরা শুধু সাধারণভাবে বলতে পারি যে, লেখকমাত্রই তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির গঠন ও জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব সাহিত্যভাষা নির্ভুলভাবে

খুঁজে নেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের সাহিত্যসম্পর্কে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক!" এই উক্তি আমরা বিনাবাক্যে মেনে নিতে বাধ্য, কারণ, একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই, তাঁর অমানুষিক আত্মচেতনার প্রমাণস্বরূপ, এমন অব্যর্থ উক্তি সম্ভব, "আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।" এতৎসত্ত্বেও, আধুনিক বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমরত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবার পরও, লেখকজীবনের বিভিন্ন সময়ে কেন কিছু কবিতার অভিজ্ঞতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তার ব্যাখ্যা ও কারণ নিশ্চয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র অন্তঃপ্রকৃতির জটিল ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই, কবি হবার সাধ থেকে ঔপন্যাসিকের ঔচিত্য ও স্বাভাবিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্থান, নিছক আত্মোপলব্ধির চেয়েও কিছু বেশি। বস্তুত, কবিতার সাধ ও উপন্যাসের স্বাভাবিক ঔচিত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের এক মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের যুক্তিগত সমাধান যদিও তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধে পাওয়া যায়, তবু তার কল্পনাময় ইতিহাস একমাত্র 'দিবারাত্রির কাব্য'র রূপকের "নূতন রূপের" মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

"হেরম্বের বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব সত্য আবিষ্কার করে তাকে নিদারুণ আঘাত করে। কবির খাতা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও যে কবিতা নেই, কবির জীবনে পর্যন্ত নয়, তার এই জ্ঞান পুরোনো। কিন্তু এই জ্ঞান আজও যে তার অভ্যাস হয়ে যায় নি, আজ হঠাৎ সেটা বোঝা গেছে। কাব্যকে অসুস্থ নার্ভের টংকার বলে জেনেও আজ পর্যন্ত তার হৃদয়ের কাব্যপিপাসা অব্যাহত রয়ে গেছে, প্রকৃতির সঙ্গে তার কল্পনার যোগসূত্রটি আজও ছিঁড়ে যায় নি। রোমান্সে আজও তার অন্ধ বিশ্বাস, আকুল উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আজও তার কাছে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জ্যোৎস্না তার চোখের প্রিয়তম আলো। হৃদয়ের অন্ধ সত্য এতকাল তার মস্তিষ্কের নিশ্চিত সত্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। তার ফলে, জীবনে কোনো দিক থেকে তার সামঞ্জস্য থাকে নি, একধার থেকে সে কেবল করে এসেছে ভুল। দু'টি বিরুদ্ধ সত্যের একটিকে সজ্ঞানে আর একটিকে অজ্ঞাতসারে একসঙ্গে মর্যাদা দিয়ে এসে জীবনটা তার ভরে উঠেছে শুধু মিথ্যাতে।...আত্মোপলব্ধির প্রথম প্রবল

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

আঘাতে তার দেখবার অথবা শুনবার ক্ষমতা অসাড় হয়ে থাকে। এ সহজ কথা নয়। অন্তরের একটা পুরোনো শবগন্ধি পচা অন্ধকার আলোয় ভেসে গেল, একদা নিরবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নের রাত্রি দিন হয়ে উঠল। এবং তা অতি অকস্মাৎ। এরকম সাংঘাতিক মুহূর্ত হেরম্বের জীবনে আর আসে নি। এতগুলি বছর ধরে তার মধ্যে দু'জন হেরম্ব গাঢ় অন্ধকারে যুদ্ধ করেছে, আজ আনন্দের মুখে-লাগা চাঁদের আলোয় তারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠায় দেখা গেছে শত্রুতা করে পরস্পরকে দু'জনেই তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। হেরম্বের পরিচয়, ওদের লড়াই। আর কিছু নয়। ফুলের বেঁচে থাকবার চেষ্টার সঙ্গে কীটের ধ্বংসপিপাসার দ্বন্দ্ব, এই রূপকটাই ছিল এতকালের হেরম্ব।”

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। দীর্ঘতরও হতে পারত। কারণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের প্রস্তুতির ইতিহাসে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র ভূমিকাকবিতার মতোই, সমগ্র গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থেরই পরবর্তী একটি অংশে আনন্দ হেরম্বকে বলে, “তুমি আমার কবি। কবি না হলে কেউ এমন ঠান্ডা হয়?” হেরম্বের আত্মচিন্তায় তার মনোজীবনের পূর্বোক্ত ইতিহাসের পর হেরম্বের চরিত্রে কবিস্বভাবের এই বর্ণনা খুবই স্বাভাবিক, অথচ বিস্ময়কর, মনে হয়। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেমন একদিকে পৃথিবীর সমস্ত কবিচরিত্রের প্রকৃত মর্মার্থ, অন্যদিকে এই মর্মার্থের মধ্যেই নিহিত থাকে পৃথিবীর সমস্ত কবির দীর্ঘ, বহুধাবিরোধী, অথচ পারম্পর্যময় জীবনকাহিনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের জীবন থেকেই এই জীবনকাহিনীর মর্মগত অর্থ বুঝে নেন। অপরপক্ষে, কবিতার কল্পনা ও গদ্যের বাস্তব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনে যে-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে, তার শিল্পগত মীমাংসার কিছুমাত্র ব্যাখ্যা হিসেবে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় শশী-কুমুদের একটি কথোপকথন খুবই উল্লেখযোগ্য :

কবিতা লিখিস, অ্যাঁ?

না, ঠিকমত বাঁচতেই জানি না, কবিতা লিখব! লিখতে লজ্জা করে।

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈর্ব্যক্তিকতা যদিও লোকপ্রসিদ্ধ, তবু, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুমুদের উল্লিখিত উক্তি নিশ্চয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক শিক্ষা। এই শিক্ষাও আমাদের কাছে অতি-মানুষিক মনে হতে বাধ্য, কারণ, আমরা জানতে পারি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'

রচনাকালেই একদিন অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক মৃত্যুকে প্রথম অতিনিকটে প্রত্যক্ষ করেন। এক মাস-দু'মাস অন্তর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, এবং, তাঁর আরোগ্যের উপায় মানুষের চিকিৎসা-শাস্ত্রে আবিষ্কৃত হয় নি জেনে, লেখার প্রয়োজনে সাময়িক সুস্থতার উপায় হিসেবে, মদ্যপানের মতো আত্মঘাতী প্রক্রিয়ায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাঁচানোর অসম্ভব পরীক্ষায় রত হন। সচেতন জীবনের সূচনা থেকেই যে-বিজ্ঞানকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অধীশ্বর বলে মেনে নেন, শারীরিক অস্তিত্বের সংকটকালে সেই বিজ্ঞানের সীমা, ও তার সীমা-অতিক্রমকারী চৈতন্য, এ-ভাবেই একই সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে ওঠে। এর পর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের কোনো দ্বন্দ্বই আর আমাদের কাছে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না। পৃথিবীর সব বড় লেখকের মতোই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতাও তাঁর চূড়ান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই স্বাভাবিক পরিণাম। তাই, প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত, চেতন ও অবচেতনা, ব্যক্তি ও সমাজ, নৈরাজ্য ও রাজনীতি, ধারাবাহী ইতিহাস ও নিরবচ্ছিন্ন প্রাগৈতিহাসিকতার আন্দোলন ও অন্তঃস্রোতে চালিত জগৎ ও জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতায় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। তাই, সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যুবোধের দ্বারা আক্রান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত গল্প ও উপন্যাসের একমাত্র বিষয় মানুষের বাঁচা, ও ঠিকমতো বাঁচতে শেখার ক্রমাগত প্রক্রিয়া। ব্যক্তিজীবনে এই প্রক্রিয়ার মরণাধিক মূল্যে যদিও তাঁর অস্তিত্ব-সুদ্ধ কখনো-কখনো বিপন্ন হয়ে পড়ে, আত্মরক্ষা ও আত্মহনন যদিও একাকার হয়ে যায়, শিল্পের শেষ শৃঙ্খলা তবু নষ্ট হয় না, জীবনের শব্দাশ্রয়ী প্রতিরোধ ক্রমেই দৃঢ় হয়ে ওঠে, এবং, তাঁর প্রথম জীবনের শ্বাসরোধকারী গল্প ও উপন্যাসগুলি লিখিত হবার পর যখন লেখা ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন আর-কোনো উপায় থাকে বলে মনে হয় না, তখনও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মানুষের বাঁচার একমাত্র প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তরসন্ধানে তাঁর শেষ পর্বের রচনায় নিজেকে নূতন অর্থে আবিষ্কার করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের এই পরিপ্রেক্ষিত মনে না-রেখে তাঁর সাহিত্যের বিচার, তাঁর ব্যর্থতা ও সিদ্ধি, তাঁর জীবনবোধের নৈরাশ্য ও আশাবাদ, তাঁর প্রথম পর্বের শিল্প ও শেষ পর্বের শিল্পহীনতা ইত্যাদি সব কিছুই বেশ কিছু পরিমাণে ছেলেখেলা মনে হতে বাধ্য।

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

আপাতত, উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতের প্রসঙ্গক্রম এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের শিল্পগত প্রকাশ মাত্র। গল্প ও উপন্যাস থেকে কবিতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্বচিৎ যাতায়াত, তাই, নিতান্ত সাহিত্যিক পরীক্ষা ও কৌতূহলের চেয়েও কিছু বেশি। সাহিত্যে ও জীবনে ঠিকমতো বাঁচার ক্ষমাহীন চেষ্টা থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গতভাবে বোঝেন যে "ঔপন্যাসিক হওয়াটাই" তাঁর পক্ষে "হবে উচিত ও স্বাভাবিক", কারণ, একমাত্র উপন্যাসের বহুবিস্তারী আয়তনেই তাঁর জীবনসম্পর্কিত পরীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত রচনা করা সম্ভব। অপরপক্ষে, কবিতা যেহেতু সকল ইতিবৃত্তের পরম পরিণাম, তাই, বেঁচে-থাকার যাথার্থ্য যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আদর্শের মতো অনন্য হয়ে ওঠে, কিংবা, অস্তিত্বের চেয়েও যখন বড় হয়ে ওঠে অস্তিত্বের সংকট, একমাত্র তখনই, অনুভূতির সম্পূর্ণ দুই বিপরীত ও চূড়ান্তক্ষণে কিছু-কিছু কবিতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনিবার্য মনে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার কালানুক্রমিক ইতিহাস থেকেও এই সত্য সাধারণভাবে প্রমাণ করা কঠিন নয়।

এত কিছুর পরেও, এ-কথা বলা বাহুল্যমাত্র যে, বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিঃসন্দেহেই তাঁর কবিতা নয়, তাঁর গল্প ও উপন্যাস; তাঁর শেষজীবনের আপাত-শিল্পহীন শেষতম রচনাসমেত তাঁর সমস্ত গদ্যসাহিত্য। এর কারণ নিশ্চয় এই যে, সমগ্র অনুভূতির সমন্বয়কারী কবিতার মুহূর্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতায় দৈবাৎ দেখা দেয়। মানুষ, ও তার পরাক্রান্ত চৈতন্য, এবং মানুষের বেঁচে-থাকার যে-জটিল, রক্তক্ষয়ী ও বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্যে কবিতার সমূহ কারণ নিয়ত সৃষ্টি হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতায় তা' শেষ পর্যন্ত কবিতার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে; জীবনের সংকট ও সংজ্ঞার চেয়েও শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে ওঠে জীবন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের এই মৌলিক সত্য একমাত্র তাঁর কবিতার সাহায্যেই বুঝে ওঠা সম্ভব।

৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাগ্রন্থের এই ভূমিকায় তাঁর কবিতার আলোচনা বাহুল্যবোধে করা হয় নি। আশা করা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের' জীবন ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কবিতার আলোচনা সাহিত্য-সমালোচকগণ

যথাসময়ে করবেন। আপাতত, তার সূত্র হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার প্রাথমিক পটভূমি ও গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির প্রাসঙ্গিক পরিচয় এই গ্রন্থের ভূমিকা ও পরিশিষ্টে উপস্থিত করা হল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি ছাড়াও শুধুমাত্র কবিতার দু'টি খাতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রেখে যান। প্রথম খাতাটির কবিতাগুলি একেবারে তাঁর প্রথম জীবনের রচনা, রচনাকাল ১৯২৪ থেকে ১৯২৯; অর্থাৎ এই খাতার রচনাকাল তাঁর ষোলো থেকে একুশ বছর বয়সের বিভিন্ন সময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের এই সব কবিতা সমস্ত অর্থেই প্রাথমিক কবিতা। অপরিণতির সমস্ত অস্থিরতার মধ্যেও কবিত্বের প্রাথমিক শর্ত এই সব কবিতায় সহজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কাব্যভাষা স্বভাবতই তাঁর নিজস্ব নয়; কিন্তু উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট, তীব্র ও দ্বিধাহীন। ১৯২৪—১৯২৯, এই সময়কালের মধ্যে প্রচলিত বাংলা কবিতার সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো-কোনো প্রাথমিক কবিতার প্রকাশ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, এই কবিতার খাতার একটি কবিতাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন নি। এমনকি তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রথম ইতিহাস সম্পর্কে পরিণত বয়সের বিভিন্ন প্রবন্ধে এই কবিতাগুলির উল্লেখ পর্যন্ত তাঁর কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে। আজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতাগ্রন্থে তাঁর সমস্ত প্রাথমিক কবিতার প্রথম প্রকাশ অসঙ্গত মনে হতে বাধ্য। তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার সামগ্রিক পরিচয় হিসেবে তাঁর কয়েকটি মাত্র প্রাথমিক কবিতা বর্তমান গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র অপ্রকাশিত রচনার ভবিষ্যৎ কোনো সংগ্রহে বাকি কবিতাগুলি সংকলিত হবে নিশ্চয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার দ্বিতীয় খাতাটি তাঁর পরিণত বয়সের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতার খাতা। নিজের কবিতার একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা তিনি নিজেই তাঁর এই কবিতার খাতার নামপত্রে লিখে রেখেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কবিতার খাতাটি নানা কারণেই আকর্ষণীয়। বৃহদায়তন, লম্বা ও বাঁধানো, এবং অংশত কীটদষ্ট, এই খাতার নামপত্রে মাঝামাঝি জায়গায় লেখা আছে :

ভাঁড়ার খাতা

১লা আষাঢ় ১৩৫৩ থেকে সঞ্চয় শুরু

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ঠিক তারই নিচে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, ও তাঁর তৎকালীন বাসস্থান টালিগঞ্জের ঠিকানা ; এরই একটু উপরে বাঁ দিক ঘেঁষে, 'মক্‌স কবিতা : প্রথম কবিতা' ; একেবারে মাথার উপর কবিতাগ্রন্থের পরিকল্পনার নিচেই ইংরেজিতে : **I am not a Ghost of the past** ; এবং একেবারে নিচে বাঁ দিকে : 'কাব্যসাহিত্যের রহস্যানুভূতি কি ? ভাষায় যার প্রকাশ নেই—' ; তারপর ইংরেজিতে : **Love ? Scientists cannot explain love !** এই সব টুকরো লেখা বিভিন্ন অবসর মুহূর্তের ফল, লেখার ধরন থেকেই তা' বোঝা যায়।

কবিতার খাতার বেশির ভাগ পাতাই সাদা। লিখিত পাতাগুলির মধ্যে এক-আধ পৃষ্ঠায় কোনো গল্পের আরম্ভ এবং দু'পৃষ্ঠাব্যাপী 'জীয়ন্ত' উপন্যাসের খসড়া চরিত্রপঞ্জীসহ ছোট-বড় নানা কবিতার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৪। এই খাতারই মধ্যে কিছু ছিন্নভিন্ন বিচ্ছিন্ন পাতায় একটি দীর্ঘ গোটা কবিতা ও আরো-কিছু কবিতার টুকরো অংশ পাওয়া যায়। খাতার কবিতাংশ শেষ হবার পর এক পাতা ছেড়ে দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর (৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬) মাত্র দিনকয়েক আগের কয়েকটি দিনের (১৬. ১১. ৫৬—২৮. ১১. ৫৬) সংসার-খরচার বিস্তৃত হিসাব এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও খাদ্যসংক্রান্ত কিছু কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য লিখে রেখেছেন। বাজার খরচার তালিকায় আলু-পটল-মাছ ইত্যাদির পর ইংরেজিতে 'ডি' নিশ্চয় 'ড্রিঙ্কের' আদ্যাক্ষর।

কবিতার খাতার মাত্র চার-পাঁচটি কবিতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিত-কালে প্রকাশিত হয়েছিল ; দু'একটি কবিতা তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায়, খাতার আর সব কবিতাই ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। খাতার কয়েকটি মাত্র লেখার ক্ষেত্রে রচনাকালের উল্লেখ আছে। নামপত্রের বাংলা সাল এবং শেষ তিন লাইন কবিতার তারিখ থেকে যদিও এ-সিদ্ধান্তে অনায়াসে আসা যায় যে, খাতার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩, তবু এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া কঠিন, কারণ, খাতার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পরেই একটি কবিতার রচনাকাল ১৯৪৩। ফলে, ১৯৪৬—১৯৫৩, এই সময়কালের কিছু আগে-পরের আরো দু'একটি লেখা এই খাতায় এসে যাওয়া অসম্ভব নয় ! এতৎসত্ত্বেও, সাধারণভাবে বলা চলে যে, কবিতার খাতার অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলির রচনাকাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ আট-দশ বছর। উপরন্তু, লেখকজীবনের শুরু থেকে খাতার পূর্ববর্তী সময়কালের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতস্তত প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা

যেহেতু সামান্য, সেহেতু এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয় যে, জীবনের শেষ আট-দশ বছরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার শ্রেষ্ঠ কাল।

কবিতার খাতার অধিকাংশ অপ্রকাশিত লেখাই প্রাথমিক খসড়া, অনেকগুলি লেখা অসম্পূর্ণ, ছোট-বড় বেশ কিছু কবিতার কোনো শিরোনামা নেই। সম্পাদকের ব্যক্তিগত দায়িত্বে খাতার সমস্ত লেখা নির্বিচারে প্রকাশ করা উচিত কি না, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে না-পারায় কিছু লেখা বর্তমান গ্রন্থে বর্জন করা হল। অপরপক্ষে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো-না-কোনো অর্থে আলোকপাতকারী সমস্ত লেখাই বর্তমান গ্রন্থে গ্রহণ করা হয়েছে ; এমনকি এমন অনেক অসম্পূর্ণ ও টুকরো লেখাও মুদ্রিত হল যা' অন্তত একটি কি দু'টি শব্দব্যবহারের দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বলা দরকার যে, নির্বাচনের নীতি হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এযাবৎ-কালপর্যন্ত প্রচলিত দুই বিরোধী সংস্কার আমাদের কিছুমাত্র কাজে লাগে নি। বরং, আমাদের মনে হয়েছে, এই কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর, লেখক-জীবনের ভিন্ন দুই পর্বে দ্বিধাবিভক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিসরল সুবিধা-জনক ব্যাখ্যা মূলত অর্থহীন বলে বিবেচিত হবে।

বানানের সঙ্গতিবিধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ছাড়া, গ্রন্থভুক্ত অপ্রকাশিত লেখাগুলি কবিতার খাতার আক্ষরিক প্রতিলিপি ; কিছু-কিছু সাধারণ ছন্দপতন পর্যন্ত সংশোধন করা হয় নি। শিরোনামাহীন কবিতা-গুলির জন্য কোনো শিরোনাম উদ্ভাবনের চেষ্টা না-করে গ্রন্থের সূচিপত্রে এ-জাতীয় লেখার ক্ষেত্রে প্রথম পঙ্‌ক্তি বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করা হয়েছে ; গ্রন্থের অভ্যন্তরে এই সব লেখা স্বতন্ত্র একটি পর্যায়ে শুধুমাত্র ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হল। তিনটি মাত্র অপ্রকাশিত কবিতার ক্ষেত্রে কিছু সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে। লেখা তিনটির শেষ কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে প্রধানত এই কারণে যে, লেখা তিনটি স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ এবং কবিতার মূল প্রেরণা বা আবেগের দিক থেকে গৃহীত অংশের সঙ্গে বর্জিত শেষাংশের কোনো সঙ্গতি নেই ; গৃহীত ও বর্জিত অংশের মধ্যে হস্তাক্ষরের ভিন্নতা, শেষাংশের অস্পষ্ট লিখন, এমনকি ভিন্ন কালি ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় যে, বর্জিত অংশগুলি পরবর্তী কোনো সময়ের দ্রুত ও আকস্মিক চিন্তার ফল। অপরপক্ষে, সামগ্রিক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও লেখা তিনটির গৃহীত অংশ এমনই তাৎপর্যপূর্ণ ও কবিত্বময় যে আলোচ্য কবিতা তিনটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার তুলনায়

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

তাদের শেষ কিছু অংশ বাদ দেওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে শেষ কৈফিয়ত এই যে, মৃত কোনো লেখকের অপ্রকাশিত রচনার প্রকাশমাত্রই চূড়ান্ত বিবেচনায় একধরনের স্বাধীনতা বলে গণ্য হতে পারে। বিশেষত, অপ্রকাশিত লেখাগুলি সম্পর্কে মৃত লেখকের নির্দেশ বা মনোভাব জানবার উপায় যেখানে নেই, সেখানে সম্পাদকের স্বাধীন বিচার ছাড়া এ-জাতীয় লেখার প্রকাশ কার্যত অসম্ভব হতে বাধ্য, কারণ, লেখকের প্রতি আমাদের দায়িত্বের প্রশ্নেই এই বিচারের প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং অপ্রকাশিত রচনার প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার সুনিশ্চিত মীমাংসা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে মনে হয় না।

'দিবারাত্রির কাব্য'র কবিতা তিনটি স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি কবিতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত কবিতা হিসেবে তাঁর আরো দু'টি উপন্যাসের কবিতাংশ এই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। প্রকাশিত সকল কবিতার ক্ষেত্রে প্রকাশকাল, অপ্রকাশিত লেখার ক্ষেত্রে রচনার তারিখ, এবং রচনাকালের উল্লেখহীন অপ্রকাশিত লেখার বেলায় কবিতার খাতার পৃষ্ঠাক্রম অনুসরণ করে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলি বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ-বিষয়ে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কবিতাগ্রন্থ নানা কারণেই অসম্পূর্ণ। আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টার পরও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র প্রকাশিত কবিতার পরিমাণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি নি। বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া সত্ত্বেও কিছু প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, কারণ, সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলি অবলুপ্ত এবং একরূপ দুষ্প্রাপ্য। আশা করা যায়, সকলের সহযোগিতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র কবিতা প্রকাশের কাজ পরবর্তী কোনো সংস্করণে সম্পূর্ণ হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীসরোজমোহন মিত্র ও শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে সামগ্রিক মুদ্রণকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশনাসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে শ্রীতুলসী দাসের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ প্রথমাবধি প্রেরণার মতো কাজ করেছে। কিন্তু এঁদের ধন্যবাদ জানানোর অধিকার আমাদের নেই। কারণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদক তথা প্রকাশকের দায়িত্বের চেয়ে এঁদের ব্যক্তিগত দায় কিছুমাত্র কম বলে এঁরা মনে করেন নি।

গ্রন্থটির সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত নীতির জন্য, বলা বাহুল্য, একমাত্র সম্পাদক ছাড়া আর কেউই দায়ী নন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাষট্টিতম জন্মদিন — যুগান্তর চক্রবর্তী
১৯ মে ১৯৭০

গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও নামপত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তাক্ষরের পরিবর্ধিত আলোকচিত্ররূপ ব্যবহৃত হয়েছে। হস্তাক্ষরের অংশটি বর্তমান গ্রন্থভুক্ত 'প্রথম কবিতার কাহিনী' নামক কবিতার প্রাথমিক পাণ্ডুলিপির প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি।

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)